International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Special Issue, June 2023, Page No. 17-25
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.iSpecial.2023.17-25

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের শারীরশিক্ষার বিবর্তন

মৃণাল সিংহবাবু
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, শারীরশিক্ষা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Along with the evolution of human beings, the progress of human civilization, the change of the modern concept of science and technology, the spread of knowledge, science-based and modern life useful physical education has come to physical education. A new era began in the development of physical education in India after independence. Changes in state education policies and education systems and procedures reveal the direction of progress. Application of science in physical education Teaching and its application practice methods are evolving in different fields and disciplines. Government, private and private initiatives are taking physical education forward towards its desired goal.

Keyword: ধারাবাহিক উন্নয়ন; স্বাস্থ্য ও জীবন উৎকর্ষতায়, সামাজিক উন্নয়নে, বিশ্ব দরবারে আত্মনির্ভরতার রূপরেখা।

মানুষের ক্রমবিবর্তনে মানব সভ্যতার অগ্রগতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আধুনিক ধারণার পরিবর্তনের সাথে মানুষের জ্ঞানের প্রসার ও বিস্তারের ফলে তারা পরিবর্তন করেছে নানান বিষয়বস্তুর। ঠিক তেমনি শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রেও এসেছে পুরাতন চিন্তাধারার পরিবর্তনের সঙ্গে আধুনিক উপযোগী শারীরিক শিক্ষা। পূর্বে যা ছিল অনেকটা' সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রিক 'অর্থাৎ শক্তি (বাহুবল) বৃদ্ধি করার জন্য তথা - কোনো প্রদেশ বা রাজ্য নিজের দখলে আনার জন্য কিম্বা বহি শত্রুর হাত থেকে নিজের রাষ্ট্রকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে দেশের যুবকদের সামরিক কায়দায় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে শারীরশিক্ষা কে ব্যবহার করা হতো। যার মধ্যে অশ্ব চালনা, বর্ষা নিক্ষেপ, রথ চালনা, মল্লযুদ্ধ, মালখাম্ব, মুগুর ভাজ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের আধিক্য ছিল-যা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বিদ্যমান। পঞ্চাশের দশকে তার পরিবর্তন ঘটে - খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ দেখা দেয় এবং যার শেষ - 'প্রতিযোগিতায়' নিস্পন্ন হয়।অর্থাৎ 'প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার জন্য শারীর শিক্ষা'। আবার ষাটের দশকে আসে 'শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শারিশিক্ষা'।এই ভাবধারার পরিবর্তন হতে হতে সত্তরের দশকে জোর দেওয়া হয়- 'ক্রীড়া শৈলী মূলক শারীরিক শিক্ষা "(skill oriented Physical Education) এর উপর। আবার আশির দশকে হয় - 'স্বাস্থ্য ও জীবনের উৎকর্ষতায় শারীরিক শিক্ষা' (Physical Education for health and quality of life)। এইভাবে বিজ্ঞান গবেষণালব্ধ ধারণা শারিশিক্ষায় পঠন-পাঠনে, কার্যকলাপে ও নীতিগতভাবে প্রভাবিত করে।

বিশ্বের উন্নত দেশ গুলির ন্যায় ভারতীয় শারীরিক শিক্ষার একটি ধারাবাহিক উন্নয়ন পরিলক্ষীত হয়। পরাধীন ভারতের শারীর শিক্ষার সংঘটিত ও সুসংবদ্ধ রূপে বীজ বপন করেছিলেন Mr H.C.Buck. তিনি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (1916) পর ভারতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শারীর শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার রূপ দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেন 1919 সালে। তিনি দীর্ঘ 23 বৎসর যাবত শারীর শিক্ষার ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার পর 1943 সালে পরলোক গমন করেন। এমত অবস্থায় 1946 সালের অক্টোবর মাসে মহারাষ্ট্রের অমরাবতি তে শ্রী হনুমান ব্যায়াম প্রসারক মন্ডল ও অখিল মহারাষ্ট্রীয় শারীরিক শিক্ষণ মন্ডল এর সমবেত প্রচেষ্টাতে, শ্রী শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে ভারতীয় শারীর শিক্ষার উন্নতির জন্য যে সর্বভারতীয় শারীর শিক্ষার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময়কালকে বর্তমান শারীর শিক্ষার উন্নতির প্রথম সোপানরূপে চিহ্নিত করা যায়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করার পর ভারত বর্ষ বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্ব সত্তার বিশেষ উন্নতি ঘটিয়েছে। শারীর শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা নিম্ন রূপ।

স্বাধীনতার ঠিক পরেই ভারতবর্ষের শারীরশিক্ষা ও ক্রিড়া ইতিহাসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। প্রথমত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে 1948 সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত 14th অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ এবং দ্বিতীয়তঃ-অধ্যাপক গুরুদত্ত্ব সৌধীর ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় ও পন্ডিত জহরলাল নেহেরুর আশীর্বাদে 1951 সালে দিল্লিতে প্রথম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হওয়া।

1948 সালে Central Government Physical Education Committee (যাহা Tarachand Committee নামে পরিচিত) গঠিত হয়। উক্ত কমিটি Physical Education and Recreation এর উন্নতি কল্পে অনেকগুলি সুপারিশ করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - ক) সরকারি শারীরিক শিক্ষা মহাবিদ্যালয় স্থাপন। খ) এক বৎসরের শারীর শিক্ষার কোর্স চালু। গ) ক্ষকের চাহিদা পূরণের জন্য প্রতি রাজ্যে শারীর শিক্ষা মহাবিদ্যালয় স্থাপন। ঘ) জাতীয় স্তরেই শারীরিক শিক্ষা ও বিনোদনের নির্দিষ্ট কর্মসূচি এবং ভারতবর্ষের ক্রীড়ার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরামর্শদান।

1947 সালে ভারত সরকার ডক্টর হৃদয় নাথ কুঞ্জুরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে, যা কুঞ্জরু কমিটি নামে খ্যাত। এই কমিটি গঠনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের শারীরশিক্ষা ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে তদানীন্তন অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া। যদিও এই কমিটির সুযোগ ও উদ্দেশ্য উভয়েই সীমিত ছিল তথাপি এই কমিটির সুপারিশ ক্রমে NCC ও ACC এর সূচনা হয়।

1948-49 সালে কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও তার রূপায়নের উদ্দেশ্যে রাধা-কৃষ্ণাণ কমিশন বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন স্থাপন করে। উক্ত কমিশন তদানীন্তন উচ্চশিক্ষার অবস্থা পরিপূর্ণভাবে নিরীক্ষণ করার পর বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্তরীয় শারীর শিক্ষা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করে। উক্ত কমিশন শারীর শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে বিশেষ পর্যালোচনা করে এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শারীর শিক্ষা ও ক্রীড়ার দূর্বলতা বিষয়ে আলোকপাত করে। উক্ত কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করেছিল

১) বিনোদন ও শারীর শিক্ষার গুরুত্ব ও দুর্বলতা।
২) শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলার উন্নতিতে বিশেষ পরামর্শদান।
৩) শারীর শিক্ষায় স্নাতক স্তর।
৪) শারীর শিক্ষার শিক্ষকের অপ্রতুলতা।
৫) শারীর শিক্ষার একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকল্পনা।
৬) শারীর শিক্ষা অধিকর্তার স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ও তার সাথী উন্নত গবেষণার অভিজ্ঞতা। প্রভৃতি

ইহা ছাড়াও উক্ত কমিশন তাৎপর্যপূর্ণভাবে মতামত ও সুপারিশ প্রদান করে যে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় একজন করে উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন শাড়ির শিক্ষা অধিকর্তার নিযুক্তি এবং তার পথ হবে দপ্তরের প্রধানের সমকক্ষ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত মাত্রায় জিমনেশিয়াম, খেলার মাঠ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকবে যারা শারীরিকভাবে অক্ষম এবং যারা NCC র সাথে যুক্ত তারা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে দুই বৎসরের শারীর শিক্ষার কোর্সেই অংশগ্রহণ করতে হবে।

1949 সালে সুইডেনের স্টকহোমের লিঙ্গিয়াড (Lingiod) অনুষ্ঠানে অমরাবতীর শ্রী হনুমান ব্যায়াম প্রসারক মন্ডলীর একটি বিশেষজ্ঞ দল অংশগ্রহণ করে এবং ভারতীয় শরীরচর্চা পদ্ধতির অভিপ্রদর্শন করেন। এখানে উল্লেখ্য পন্ডিত অম্বদাস পন্থ বৈদ্য এবং অনন্ত কৃষ্ণ বাবুরাও বৈদ্য নামক দুই ভাই 1914 সালে অমরাবতি তে শ্রী হনুমান ব্যায়াম প্রসারক মন্ডল প্রতিষ্ঠা করেন।

1951 সালে দিল্লিতে অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম এশিয়ান গেমস।

1953 সালে রাজকুমারী অমৃত কাউর স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্র বিভিন্ন খেলার প্রশিক্ষক তৈরি করার জন্য একটি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু করে। যা 'রাজকুমারী স্পোর্টস কোচিং স্কিম' নামে পরিচিত। এই রূপ কোর্স শিক্ষা দপ্তরও শুরু করে খেলাধুলার সার্বিক উন্নতির জন্য। রাজকুমারী স্পোর্টস কোচিং স্কিমের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রয়োজনে ভারতীয় ক্রীড়াবিদ প্রস্তুত করা। যেহেতু ওই সময় কোন পরিকল্পিত প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা শিক্ষিত প্রশিক্ষক ছিলেন না, সেই হেতু চুক্তির ভিত্তিতে কিছু বিদেশী প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয় এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ যেমন ফকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ, রামসিং প্রভৃতি ব্যাক্তিদের খেলোয়াড় ও দলের প্রশিক্ষণ কার্যে নিয়োগ করা হয়। সময় ভিত্তিক ও প্রয়োজন ভিত্তিক কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হয়। দুঃখের বিষয় বিশেষ জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও রাজকুমারী অমৃত কাউর স্পোর্টস কোচিং টিম স্কিম ভারতবর্ষের ক্রীড়া ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক কোন পরিবর্তনের সূচনা করতে ব্যর্থ হয়।

1954সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা সমাজের বিভিন্ন স্তরে একটি পরিকল্পিত এবং নিয়মতান্ত্রিক শারীরিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও তার উন্নতির লক্ষ্যে ভারত সরকার 'শারীর শিক্ষা ও বিনোদনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ' 'Central Advisory Board of Physical Education and Recreation' (CABPER) স্থাপন করে। এই পর্ষদ স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল- 1) বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্তরে শারীর শিক্ষা আবশ্যিক করার লক্ষ্যে সঠিক অভিমত, উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ। 2) প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্থল পর্যন্ত শারীর শিক্ষা পাঠক্রম (Curriculum)তৈরীর বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশ গ্রহণ। 3) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীর শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নিয়ম সংক্রান্ত আদর্শ নীতির প্রস্তুতি। 4) তৎকালীন শারীর শিক্ষার প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমের পাঠ্যসূচি বিষয়ে অনুসন্ধান ও সামঞ্জস্য বিধান।

CABPER- এর সদস্যগণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন তবুও এটি সম্পূর্ণরূপে একটি পরিকল্পনাকারী ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থারূপে কাজ করত ভারতবর্ষের শারীর শিক্ষার বিকাশে এর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য যেমন-1) CABPER 1956 সালে শারীর শিক্ষা ও বিনোদনের একটি জাতীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করে যার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষায় শারীরিক শিক্ষার স্থান, সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স ,শারীর শিক্ষা পাঠক্রমের রূপরেখা, বিদ্যালয় স্তরে শারীর শিক্ষার পাঠ্যসূচি ও শারীরিক সক্ষমতার মূল্যায়ন বিষয়ক সুপারিশ করা হয়। 2) শারীর শিক্ষার সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমা কোর্সের স্বীকৃতি দানের বিষয়ে

CABPER একটি বলিষ্ঠ ও দীর্ঘনীতি প্রস্তুত করে। 3) CABPER এর সুপারিশ ক্রমে ভারতের শিক্ষা মন্ত্রক বিভিন্ন শারীর শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রস্তুতি এবং শিক্ষকদের গুণমান বৃদ্ধির জন্য অর্থ মঞ্জুর করে। 4) উক্ত পরিষদ শারীর শিক্ষা বিষয়ক বহু সংখ্যক আলোচনা সভা ও সম্মেলন আয়োজন করে। জনগণের মধ্যে শারীরিক সক্ষমতা বিষয়ে অবগতির জন্য 1959 শিক্ষা মন্ত্র জাতীয় শারীরিক সক্ষমতা অভিযান National Physical Efficiency Drive(NPED) শুরু করে। 5) CABPER এর সুপারিশ ক্রমে 1957 সালে গোয়ালিয়রে 'লক্ষ্মীবাঈ শারীরশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। 6) উক্ত পরিষদ 1965-66 সালে National fitness crops কর্মসূচির পুনর্ববিন্যাস করে।

1952-53 সালে 'মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন' গঠিত হয়। যা 'মুদালিয়া কমিশন' নামে খ্যাত। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে উক্ত কমিশন বিস্তৃত আলোচনা করে এবং নিম্নলিখিত সুপারিশ গুলি লিপিবদ্ধ করে-

1) শারীরিক কার্যক্রম গুলিকে ব্যক্তির উপযোগী করে নির্মাণ করতে হবে এবং ওইগুলি যেন ব্যক্তির শারীরিক সহনশীলতার সাথে মানানসই হয়।
2) 40বৎসরের নিচে সকল শিক্ষক কে শিক্ষার্থীদের সাথে বিভিন্ন শারীরিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। একইভাবে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় কর্মসূচি প্রাঞ্চল অংশ রূপে তৈরি করা হবে।
3) শিক্ষার্থীদের শারীরিক কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ নথি সংরক্ষণ করতে হবে।
4) শারীর শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সারবাঙ্গীনভাবে স্বাস্থ্য শিক্ষার কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
5) শারীর শিক্ষার শিক্ষকদের শারীরবিদ্যা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদানের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে এবং একই শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন অন্যান্য শিক্ষকদের সমকক্ষ বলে তারা বিবেচিত হবেন।
6) শিক্ষকদের শারীরিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করার বর্তমান সুযোগ-সুবিধা প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজন অনুসারে বর্তমান কলেজগুলির আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে, নতুন কলেজ খুলতে হবে এবং কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সহায়তায় সর্বভারতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উন্নীত করা যেতে পারে।

Central Advisory Board of Physical Education and Recreation এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন- এই দুই সংগঠনে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে শারীর শিক্ষা কে বিবেচনা করে, যা সমগ্র বিশ্বে বহু পূর্বেই বিবেচিত হয়েছিল।

1954 সালে Indian Sports Federation গুলির সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এবং ভারতবর্ষে প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের সভায় 'নিখিল ভারত ক্রীড়া সংসদ' বা All India Council of Sports(AICS) গঠনের সুপারিশ করা হয়। 1954 সালে নভেম্বর মাসে উক্ত সংসদ গঠনের পর প্রত্যেক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয় যে, সর্বভারতীয় সংসদের অনুমোদন নেবার জন্য নিজে নিজে রাজ্যে ক্রীড়া সংসদ গঠন করে। AICS কে নিম্নলিখিত দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়

ক) খেলাধুলার যাবতীয় বিষয়ে ভারত সরকারকে পরামর্শ দান।

খ) দেশের খেলাধুলার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে পরামর্শ ও সাহায্য দান।
গ) দক্ষ ক্রীড়া সংগঠনগুলিকে আর্থিক সাহায্য-দানের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ প্রদান।
ঘ) জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা গুলির সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা।
ঙ) প্রশিক্ষণ শিবির, স্টেডিয়াম নির্মাণ ও ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয় বিষয়ে বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করা।
চ) বিভিন্ন জাতীয় দলের বিদেশ যাত্রা এর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা।
ছ) ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্জুন, পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, খেলরত্ন, প্রভৃতি খেতাবের জন্য বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদদের নাম সরকারের কাছে সুপারিশ করা।

1954 সালে 24শে জুলাই নতুন দিল্লির লাজপথ নগরের কস্তুরবা নিকেতনে 'জাতীয় শৃঙ্খলা প্রকল্প' বা National Discipline Scheme (NDS) এর সূচনা হয়। এই NDS ছিল জেনারেল জে.কে. ভোঁসলের মস্তিষ্ক ও প্রসূত একটি পরিকল্পনা যা জার্মানির লুডউইগ জনের দেশাত্মবোধক জিমন্যাস্টিকস পরিকল্পনার সাথে তুলনীয়। জেনারেল ভোঁসলে ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস প্রতিষ্ঠিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রধান সেনানীর অন্যতম। স্বাধীনতার পর জেনারেল ভোঁসলে ভারত সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ভোঁসলে উদ্বাস্তুদের কথা চিন্তা করে একটি পরিকল্পনা তৈরি করলেন। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৩ বছরের নিচের উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের নিয়ে শারীরিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করলেন। এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দেশপ্রেম সু নাগরিক হওয়ার প্রেরণা, সামাজিক একাত্মবোধ, সহনশীলতা, সৌভাতৃত্ত্ব বোধ ও শারীরিক সক্ষমতার উন্মেষ ঘটানো। NDS এর কার্যাবলী দ্রুত বিস্তার লাভ করে। অল্প দিনের মধ্যে ইহা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভিভূত হয়।1957সালে দেশের বিদ্যালয় গুলিতে এই প্রকল্প প্রচলিত করার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের কার্যধারায় একে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। বিদ্যালয় স্তরে NDS কার্যক্রমের অন্তর্গত ছিল ড্রিল, মার্চিং, দেশীয় শারীরিক কর্মসূচি, ছন্দময় কার্যক্রম, লোকনৃত্য এবং খেলাধুলা।

জাতীয় শৃঙ্খলা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শকে নিম্নলিখিতভাবে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যায়-
ক) শারীর শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং তাদের বিকাশ ঘটানো।
খ) ব্যক্তিত্ববোধের জাগরণ।
গ) দলবদ্ধ কার্যের দ্বারা আত্মসংযম ও শৃঙ্খলা বোধ জাগরণ।
ঘ) ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত করা।
ঙ) আত্মনির্ভরতা ও দেশপ্রেম।

1960 সালে রাজস্থানের সরিস্কায় জাতীয় শৃঙ্খলা প্রকল্পের কেন্দ্রীয় শিখন মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, দিল্লী, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে উক্ত শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতের বিদ্যালয় স্তরে এই বিশেষ প্রকল্প রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু 1960 সালে জেনারেল ভোঁসলের আকস্মিক মৃত্যুতে NDS প্রকল্পের সমূহ ক্ষতি সাধন হয় ও দ্রুত প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়।

1954 সালে All India Council of Sports প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মুখ্য কাজ ছিল কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন জাতীয় স্পোর্টস ফেডারেশন গুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন ও আর্থিক সহায়তা দান।

ওই একই বছরে অর্থাৎ 1954 সালে কলিকাতায় স্থাপিত হয় (School Games Federation of India SGFI) উক্ত সময় কলিকাতায় 'সারা ভারত শারীর শিক্ষা সম্মেলন' এ আগত প্রতিনিধিরা একটি সভায় মিলিত হয়ে বিদ্যালয় স্তরেই ক্রীড়া ও খেলাধুলার জাতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন এর লক্ষ্যে SGFI এর সূচনা করেন। SGFI হলো বিদ্যালয় স্তরে ক্রীড়া ও খেলাধুলার নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

1956 সালে Central Advisory Board oard of Physical Education and Recreation এর বিশেষ পুস্তিকায় 'শারীর শিক্ষা ও বিনোদনের জাতীয় পরিকল্পনা' বা National Plan of Physical Education and Recreation প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তিকায় বিভিন্ন স্তরে শারীর শিক্ষার পাঠ্যসূচি ও প্রশিক্ষণ সূচি দেওয়া হয়।

1957 সালে CABPER এর সুপারিশ ক্রমে গোয়ালিয়ার লক্ষ্মীবাই কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে এটি শারীর শিক্ষার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়।

1951৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে শারীর শিক্ষার কলেজগুলির অধ্যক্ষদের নিয়ে সর্বভারতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ওই বছরই শারীরিক শিক্ষার পরিদর্শক ও শারীর শিক্ষার নির্দেশকদের নিয়ে মহাবালেশ্বরের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

1958 সালে টোকিও এশিয়ান গেমসে ভারতের প্রদর্শন খুবই নিম্নমানের হয়। বিশেষ করে হকির ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে পরাজয় ভারত সরকার তথা ভারতের প্রতিটি ক্রীড়া প্রেমী মানুষকে ব্যথিত করে। এই নিরাশা ব্যঞ্জন প্রদর্শনের কারণ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করার উদ্দেশ্যে সরকার একটি 'তদর্থক অনুসন্ধান কমিটি' তৈরি করে। এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন পাতিয়ালার মহারাজ যাদবেন্দ্র সিংহ। উক্ত কমিটি বিভিন্ন ক্রীড়া ও খেলাধুলার জন্য প্রথম শ্রেণীর কোচ বা প্রশিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সংস্থা স্থাপনের কথা সুপারিশ করে এবং তাদের সুপারিশ অনুসারে নিখিল ভারত ক্রীড়া সংসদ বা All India Council of Sports এর দুজন সদস্যকে প্রতিনিধি করে 'কাউল কাপুর কমিটি' তৈরি করা হয়। ওই কমিটির সদস্য ছিলেন শ্রী এম.কে. কাউল এবং শ্রী এম. এন. কাপুর। উক্ত সদস্যবৃন্দকে ভারত সরকার 1960 এর রোম অলিম্পিক এবং বিভিন্ন দেশে গিয়ে তাদের ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও সংগঠন পরিদর্শন করে এবং 1961 সালে তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। তদর্থক অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে AICS অবিলম্বে রাজকুমারী স্পোর্টস কোচিং স্কিম বন্ধ করে পাতিয়ালাতে 'National Institute of Sports' গঠনের পরামর্শ দেয়।

1959 সালে শারীর শিক্ষা বিনোদন ও যুব কল্যাণ বিভাগের বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়ে সাধনের উদ্দেশ্যে ডঃ হৃদয় নাথ কুঞ্জুরুর তত্ত্বাবধানে 'Kunzru Committee'গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি তৎকালীন ভারতে প্রচলিত বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রকল্প গুলি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে এবং তাদের সুপারিশ ও রিপোর্ট ভারত সরকারকে প্রেরণ করে। উক্ত কমিটি তাদের প্রস্তাবনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করে- 'সমগ্র দেশজুড়ে শারীরিক শিক্ষাকে শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে শুধুমাত্র শারীরিক সক্ষমতা কার্যক্রমের মূল্য হিসেবে নয়, প্রয়োজনীয় শারীরিক নিপুণতার জন্যও শারীর শিক্ষার বিকাশ প্রয়োজন। শারীর শিক্ষাকে সঠিকভাবে সংঘটিত করলে ইহা সামাজিক গুন ও চরিত্র চারিত্রিক উন্নতি ঘটাবে।' ইহা ছাড়াও যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশ গুলি ছিল- 1) বিদ্যালয় স্তরে সঙ্ঘবদ্ধ শারীর শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থী তার আগ্রহ, লিঙ্গ, আচরণ, বয়স, প্রভৃতি অনুসারে যেকোনো একটি ঐচ্ছিক বিষয় যেমন

স্কাউটিং পর্বতারোহন ক্রীড়া নাটক গান বাজনা ইত্যাদিতে অংশ নেবে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয়ের স্তরে আবশ্যিক ও দৃঢ়ভাবে শারীর শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হবে। 2) প্রতিটি শিশু বিদ্যালয়ে সুনির্দিষ্ট পোশাকে বিদ্যালয় আসবে। 3) বিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু হবে জাতীয় সংগীত গাওয়ার মাধ্যমে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিখতে হবে, কিভাবে জাতীয় পতাকাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে হয় ও কিভাবে তা উত্তোলিত করা হয় প্রভৃতি। এখানে উল্লেখ্য যে কুঞ্জুর ও কমিটির তার নথি পেশ করার আগেই 1962 সালে চীন সীমান্ত সমস্যার জন্য দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি হয় ফলে উক্ত কমিটির সুপারিশ সঠিকভাবেই কার্যকর করতে বিলম্ব হয়।

1959 সালে ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তর দেশের মহিলা, পুরুষ, বালক, বালিকা, নির্বিশেষে সকলের মধ্যে শারীরিক সক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞানবৃদ্ধি তথা আকর্ষণ তৈরির জন্য National Physical Efficiency Drive (NPED) বা জাতীয় শারীরিক সক্ষমতা অভিযান পরিকল্পনা চালু করে। 1980 তে জাতীয় শারীরিক সক্ষমতা কার্যক্রম (NPFP) নামে পরিবর্তিত আকারে চালু হয়।

1961 সালে তদর্থক অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ ক্রমে পাতিয়ালার মতিবাগ প্রাসাদে National Institute of Sports (NIS) স্থাপিত হয়। 7ই মে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী Dr K.L. Srimali এর দ্বরোৎঘাটন করেন। নেতাজির 76তম জন্মবার্ষিকীতে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় Netaji Subhash National Institute of Sports (NSNIS). এই জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রধান দুটি উদ্দেশ্য ছিল- প্রথমত প্রশিক্ষণCoaching) পেশার সাথেই যুক্ত ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধি। দ্বিতীয় টি হল- ক্রীড়া ও খেলাধুলার জাতীয় দলকে আন্তর্জাতিক স্তরে অংশগ্রহণের জন্য পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা। ইহা ছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্য হলো- ক্রিড়া মানোন্নয়ন, উচ্চ দক্ষতার প্রশিক্ষক তৈরি, IOC অনুমোদিত কোর্স, আন্তর্জাতিক ক্লিনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক অধিবেশন, সেমিনার, কর্মশালা, আলোচনা চক্র, দেশের ক্রীড়াবিদদের জন্য বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রভৃতি।

1962 সালে 12ই মার্চ নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে সর্বভারতীয় ক্রীড়া কংগ্রেসের সূচনা হয়। উক্ত সম্মেলনে ক্রীড়া সংগঠন ও প্রতিভা অন্বেষণ, ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন এবং ক্রীড়া ক্ষেত্র ও সরঞ্জাম এর উন্নয়ন বিষয়ক ত্রিস্তরীয় আলোচনা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যালয় স্তরে আবশ্যিক শারীর শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ভারতবর্ষের শরীরচর্চার উপর একটি National Syllabus প্রস্তুত করা হয় এবং শিক্ষা মন্ত্র handbook প্রকাশ করে।

1963 সালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তরপ্রদেশের বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি শারীর শিক্ষার পঠন পাঠন শুরু করে। দক্ষিণ ভারতে 1970 সালে মাদুরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে, 1971 সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, 1972 সালে ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর গঠন-পাঠন চালু হয়। 1982 সালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বানীপুরে 1994 সালে, 2001সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর পঠনপাঠন শুরু হয়।

1965 সালে শিক্ষা সচিব ও অভিকর্তাদের বৈঠকে বিদ্যালয় স্তরে শারীর শিক্ষা এবং জাতীয় শৃঙ্খলা প্রকল্প জরুরি ভিত্তিতে চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশেষে জাতীয় শৃঙ্খলা প্রকল্প (NDS) এবং নতুন ঐক্যবদ্ধ শারীর শিক্ষা প্রকল্প একত্রিত হয়ে জাতীয় সক্ষমতা প্রকল্প বা National fitness crops (NFC)

জন্ম দেয়। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে রাজ্যভিত্তিক জাতীয় সক্ষমতা প্রকল্প চালু হয়। কিন্তু সুষ্ঠু ও পরিকল্পনার অভাবে অল্প দিনের মধ্যেই প্রকল্পটি তার যৌক্তিকতা হারায় এবং বন্ধ হয়ে যায়।

1970-72 সালে 'গ্রামীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিকল্পনা' র সূচনা হয়।

1972 সালে লক্ষীবাঈ কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন জাতীয় মহাবিদ্যালয় মর্যাদা পায় এবং নাম হয়- Lakshmibai National College of Physical Education (LNCPE).

1973 সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে শারীর শিক্ষার স্নাতক স্তর চালু করার বিষয়ে অধিকার প্রদান করে।

1975 সালে মহিলাদের জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা হয়।

1982 সালে দিল্লিতে অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নবম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়। এই এশিয়ারট গেমস অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ভারত সরকার একটি কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সংস্থার প্রয়োজন অনুভব করে। 9th এশিয়ান গেমস এর জন্য প্রতিষ্ঠিত Special Organising Committee কে 16th March 1984 তে Sports Authority of India (SAl) রূপান্তরিত করা হয়। 1984 সালে জাতীয় ক্রীড়া নীতি ঘোষণা হওয়ার পর ক্রীড়া প্রতিভার অনুসন্ধান, তার বিকাশ এবং ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।
SAI এর প্রধান উদ্দেশ্য হল-জনগণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা বৃদ্ধি ও জাতীয় ফেডারেশন ও অন্যান্য সংস্থার সাথে মিলিতভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

SAI এর সাধারণ সমিতি ৪৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় সভাপতি আসন গ্রহণ করেন ভারত বর্ষের প্রধানমন্ত্রী। ওই সমিতির সদস্য থাকেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী, রাজ্য ক্রীড়া প্রশাসক, বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও শারীর শিক্ষাবিদ গণ। SAI এর পরিচালন সমিতির সভাপতি এর আসন গ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী এবং সহ-সভাপতিত্ত করেন কেন্দ্রীয় ক্রিয়া দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। সমগ্র ভারতবর্ষে SAI এর 7টি আঞ্চলিক এবং উপাঞ্চলিক কেন্দ্র আছে, যা ভারতবর্ষ ব্যাপী ক্রীড়া উন্নয়নে ও সংগঠনে নিয়োজিত আছে।

1987 সালে Society for National Institute of Physical Education and Sports এবং Sports Authority of India মিলিত হয়ে উন্নততর SAI গঠন করে। পূর্বে ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য তাদের প্রস্তুতির ভার SNIPES নামক সংস্থার উপর ছিল।

1996 সালে পশ্চিমবঙ্গের শারীর শিক্ষায় ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে, তা হল- বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেদিনীপুর কলেজ ও গড়বেতা কলেজে স্নাতক স্তরে শারীর শিক্ষা বিষয়টি প্রথম পঠন পাঠন শুরু হয়। আজ দীর্ঘ 27 বৎসর পথ চলার পর বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে 107 টি কলেজে শারীর শিক্ষা বিষয়টি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 1996 সালে শুরু করার আগে থেকেই যারা চলতে পাকাতে শুরু করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রদানিং কোন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডাইরেক্টরেট অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশনস প্রফেসর ডঃ প্রতিক চৌধুরী এবং তার যোগ্য সহযোদ্ধা ডক্টর কৃষ্ণেন্দু প্রধান (সহকারি অধ্যাপক গড়বেতা কলেজ)।ফেসর চৌধুরী ইংল্যান্ড সফরকালে ওখানে স্কুল ও কলেজে শারীর শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী তাকে ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করে এবং তা পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োগে উদ্যোগী হন। এছাড়াও যাদের কথা না বললে শারীর শিক্ষার শুরুর ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায় তারা হলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অলক কুমার ব্যানার্জি, তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেপুটি

ডাইরেক্টর অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন প্রফেসর অতীন্দ্রনাথ দে ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর পরিমল দেবনাথ।

একটি বটবৃক্ষ যেমন তার শাখা-প্রশাখা থেকে ঝুরি নামিয়ে দেয়, ওই ঝুড়ি পরবর্তীকালে বৃক্ষে পরিণত হয়। ঠিক অনুরূপভাবে শারীর শিক্ষারও বিভিন্ন শাখা প্রশাখা গুলি আজকে নতুন নতুন বিষয় হিসাবে শিক্ষাঙ্গনে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। হয়তো শারীর শিক্ষা ভবিষ্যতে নতুন রূপে দেখা দিতে চলেছে।